বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর তথ্য নির্ভর

চিত্রকলা প্রদর্শনী

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উদ্যোগে

শিল্পী এস.এম আসাদের

৩য় একক চিত্র প্রদর্শনী

২-১০ ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পীর কথা:
বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে একটি ধারাবাহিক চিত্রকর্ম করার আগ্রহ ছিলো ছাত্র জীবনেই। প্রবাস জীবনের প্রতিটি সময় মনে দহন হয়েছে কখন এটি শেষ করবো কিন্তু আজ ৩০ বছর পর প্রজেক্টটি শেষ করে ভালো লাগছে। এমন সচিত্র জীবনী পৃথিবীর বিশিষ্ট নেতাদের জীবনী নিয়ে হয়েছে। যেমন, লেনিন, মাওসেতুং। কিন্তু আমাদের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এমনটি হয়েছে আমার জানা নেই। ছবিগুলো আঁকার সময় তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে এঁকেছি। এ ছবিগুলো প্রায় সবগুলোই আমার কল্পনা প্রসূত ও আবেগ নির্ভর।

এই প্রজেক্টটি করতে গিয়ে যার কাছে সাহায্য চেয়েছি সবাই প্রানান্ত সাহায্য করেছে। মরহুম আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর সহচার্য আমার এ প্রজেক্টটি বেগবান করেছে, বাংলাদেশ হাই কমিশন লন্ডন এবং উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে এই ছবিগুলো অনেকবার প্রদর্শন করেছে, যা বিলেতের মাটিতে প্রবাসী ও বিদেশিদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে আরো জনপ্রিয় করেছে বলে আমি মনে করি। এছাড়াও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি জনাব গোলাম মোস্তফা তার সর্বোচ্চ সাহায্য করেছেন এ প্রজেক্টকটি সফল করার জন্য। জনাব শ্যামল চৌধুরী এবং শিল্পী কামাল উদ্দিন এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কানাডা প্রবাসী সহপাঠী সুজন চৌধুরী আমার এ প্রজেক্টের সিক্রেট সুপারস্টার। যার পরামর্শ আমার এ প্রজেক্টকে এ পর্যন্ত আনতে সাহায্য করেছে।

শিল্পী এস.এম. আসাদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির মুক্তিদাতা ও স্বাধীনতা অর্জনের পথদ্রষ্ঠা। জাতির পিতার জীবন সংগ্রামের সঙ্গে মিশে আছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি বাঙালির অধিকার রক্ষা, ভারত বিভাজন আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ ই মার্চ ফরিদপুর জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন এবং দয়ালু। এক প্রতিবেশী তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি ছোটবেলায় সবার অজান্তে দান-খয়রাত করতেন। একদিন তাঁর বাবার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে অনেক গরীব মানুষকে একসঙ্গে ডেকে বাবার গোলা ভরা ধান ভাগ করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে তার বাবা অবশ্য খুশি হয়েছিলেন।

১৯২৭ সালে গিমাডাংগা প্রাইমারী স্কুলে বঙ্গবন্ধুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল পরিদর্শনে আসলে শেখ মুজিব স্কুলের সংস্কারের দাবী তুলে ধরেন, তার এই বলিষ্ট আচরনে শেরে বাংলা মুজিবের মধ্যে ভবিষ্যত নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান, তিনি তাঁকে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য করে নেন। এভাবেই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৪০ সালে এক বছরের জন্য তিনি বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং সক্রিয়ভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৪৩ সালে সারা ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। প্রায় ৫ লাখ লোক মারা যায়। তখন শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে খাদ্য বিতরণে অংশ নেন। ১৯৪৩ সালে তিনি মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান করেন এবং গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান এবং গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। কলকাতাস্থ ফরিদপুর ডিস্ট্রিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে শেখ মুজিব ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন, এ সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহকারী নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি বি এ পাশ করেন। ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হওয়ার সময় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হয়। এ সময় শেখ মুজিব মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন।

১৯৪৭ সালে শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের ১৯ শে মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১১ ই সেপ্টেম্বর তাঁকে আটক করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪৯ এর পূর্ব বাংলায় দূর্ভিক্ষ শুরু হলে খাদ্যের দাবিতে তিনি আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫০ সাল পহেলা জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগ ভুখা মিছিল বের করে মিছিলে নেতৃত্ব দেবার সময় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবারে তাঁকে প্রায় দু বছর জেলে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবথেকে মূল্যবান সমগুলো কারাবন্ধি হিসেবে কাটাতে হয়েছে, তবে তিনি কখনো আপোষ করেন নাই।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু তাঁর তাৎক্ষনিক প্রতিবাদ করেন। ১৯৪৮ মার্চ বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান কালে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। জেলে থাকা অবস্থায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দীর মুক্তি দিবস এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি হিসেবে পালন করার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৪ ই ফেব্রুয়ারি এ দাবিতে জেলখানায় অনশন শুরু করেন এবং একুশে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশের গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, শফিক শহীদ হন। জেলে থেকে ২৭ শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন পরবর্তিতে বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয়।

পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন একজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং দূরদর্শি নেতা। এসময় শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দেন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানীর সাথে মিলে গঠন করেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। ১৯৫৩ সালে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। নির্বাচনে মুসলিম লীগ কে পরাজিত করার পক্ষে মাওলানা ভাসানী, ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে ঐক্য চেষ্টায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই লক্ষ্যে দলের বিশেষ কাউন্সিলে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ২৩৭ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩ টি আসনে বিজয়ী হয়, বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে বিজয়ী হন। তাকে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৫৪ সালের ৩০ শে মে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। বঙ্গবন্ধু এই দিনই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৫৪ সালেন ২৩ ডিসেম্বর মুক্তি পান। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এবছরই ১৭ জুন ঢাকার পল্টনের জনসভা থেকে বঙ্গবন্ধু প্রথম পূর্ব পাস্তিানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে দলের নতুন নামকরণ করা হয় আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্য মন্ত্রীর সাথে আলাপ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিষয়টি অন্তভুক্তির দাবী জানান। ১৯৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব কোয়ালিশর সরকারের শিল্প, বানিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৫৭ সালে দলের দলের জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যায় করার তাগিদে তিনি মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন ৭ আগস্ট চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ ইস্কান্দার মির্জার সামরিক শাসন আমলে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তার হন এবং তার নামে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দেয়া হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্রনেতৃবৃন্দের দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৬২ সালে ৬ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন। ২ জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান হলে ১৮ জুন মুক্তিলাভ করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়, এ ফ্রন্টের জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলা সফর করেন। ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাংগার বিরুদ্ধে ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাংগা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে বঙ্গবন্ধুকে এক রছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এই সম্মেলনে শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন এখানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন এর পরিপূর্ণ রূপলেখা উল্লেখ করা হয়। এ দাবি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন, কিন্তু স্বাধিকারের এই দাবি বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তোলে। ১৯৬৬ সালের ১লা মার্চ তারিখে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনের পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে প্রায় পুরো দেশ ভ্রমণ করেন। এ ভ্রমণের সময় তিনি বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে বন্দি হন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ৫৫ বছরের জীবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ কারাগারে কাটিয়েছেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ কারাবাস জীবনে বই ও পত্রিকা পড়ে সময় কাটাতেন, স্ত্রী ফজিলতুন্নেসার অনুরোধে বঙ্গবন্ধু একসময় তার জীবনী এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ডায়েরি লেখা শুরু করেন তার মৃত্যুর পরে এই ডায়েরি গুলো পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় যার নাম “অসমাপ্ত আত্মজীবনী” ও “কারাগেরার রোজনামচা”।

বাংলাদেশ নাম, বাংলা ভাষা, বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সাথে বঙ্গবন্ধুর নাম জড়িয়ে আছে। পুর্ব বাংলা নামকে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করার প্রস্তাবে ১৯৫৫ সালের পাকিস্তানের গণপরিষদে জোর প্রতিবাদ করেন। সোনার বাংলা গড়ার লক্ষে আমার 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'- এই গানটিকে তিনি জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেন।

দেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ, তার দীর্ঘ কারাবাস, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, অদম্য সাহস সর্বোপরি তার জ্বালাময়ী বক্তৃতার জন্যই বঙ্গবন্ধু বাংলার প্রতিটি মানুষের মনে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে নেন, তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক সংবর্ধনার মাধ্যমে লাখো জনতা শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষনে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবীর প্রতি পুর্ন সমর্থন জানান। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর এক জনসভায় শেখ মুজিব বলেন মানচিত্রের পৃষ্ঠা হতে বাংলা নামটি মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে জনগণের পক্ষ হতে আজ আমি ঘোষণা করছি পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় দেশের নাম হবে বাংলাদেশ। ২৫ মার্চ ১৯৬৯, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা দেন।

১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৭ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ১৬৯ টি আশনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০ টি আসনের মধ্যে ৩০৫ টি আসন লাভ করে। ১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জনগণকে সর্বোত্তম অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন। তার ভাষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো একটি জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় খালি হাতে লড়াইয়ে নামতে উদ্বুদ্ধ করে। বঙ্গবন্ধু বলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি বলেন মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ"। ৭ ই মার্চের এই ভাষণ ২০১৭ সালের ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত পৃথিবীর অন্যতম সেরা এক ভাষণ।

বঙ্গবন্ধু সাফল্যের পিছনে ছিলেন তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা। বঙ্গবন্ধু জেলে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি নেতাকর্মীদের সাহস যুগিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আইয়ুব খান একটি গোলটেবিল আলোচনার প্রস্তাব করেছিলেন, বেগম ফজিলাতুন্নেছা প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ইতিহাস বলে এই ঘটনাটি সমস্ত বন্দীদের মুক্তি এবং এক ব্যক্তির একটি ভোট সিস্টেম পুনরুদ্ধারের পথ সুগম করেছিলো। তাঁর বাড়ি ছিল একটি সাধারণ মানুষের বাড়ি, কোন বিলাসবহুল দ্রব্যাদি ছিল না। উল্লেখযোগ্য যে, মিসেস ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য তার গহনা বিক্রি করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের মতো মহিয়সী নারী না থাকলে বাঙালির পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়তো।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীকার আন্দোলনে সাড়া দিয়ে পুরো দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনকে দমন করতে ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ রাতের অন্ধকারে নিরীহ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা। শুরু করে অপারেশন সার্চলাইট নামের গণহত্যা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২ টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী কে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রেরণ করেন। চট্টগ্রাম বেতার থেকে আওয়ামী লীগের নেতা হান্নান বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী প্রচার করেন "এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই আপনারা যেখানেই থাকুন আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান, বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক "বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা ঘোষণায় বীর বাঙ্গালী স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ছাত্র-শিক্ষক সহ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ মিত্রবাহিনীর কাছ থেকে সামান্য কয়েক দিনের ট্রেনিং নিয়েই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা যুদ্ধ করে সুশিক্ষিত পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে শুধুমাত্র মনের জোর আর দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার করার এক অদম্য আগ্রহে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। ২৫ মে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র চালু হয়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও গান- "শোনো একটি মুজিবরের কণ্ঠে "মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরি হয়।

মুজিবুর রহমান কে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের রহিম উদ্দিন খান সামরিক আদালতে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে তবে তা কার্যকর হয়নি। যুদ্ধকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মুক্ত অঞ্চলে পাড়ি দেওয়ার উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন, যেখানে তিনি দেশকে মুক্ত করার লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলেন। ছাত্র থাকাকালীন সময়ে শেখ জামাল যুগোস্লাভিয়ায় সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, তিনি গ্রেট ব্রিটেনের রয়্যাল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্স্টে প্রশিক্ষণ নেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট হিসাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন।

আওয়ামী লীগের ছাত্র নেতারা মুজিব বাহিনী, কাদের বাহিনী এবং হেমায়েত বাহিনীসহ মিলিশিয়া ইউনিট গঠন করেছিল। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতাকর্মীরা বেশ কয়েকটি গেরিলা ব্যাটালিয়ন পরিচালনা করেছিলেন। গেরিলা যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে মুক্তি বাহিনী দেশের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। ভারত সরকার প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করেছিল, দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ কে নিয়াজী ভারতীয় ও বাংলাদেশী বাহিনীর যুগ্ম কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ৩০ লাখ মানুষ ও ৩ লাখ মা বোনদের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

১৯৭২ সালে পাকিস্তান সরকার আর্ন্তজাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে ভারত হয়ে ১০ ই জানুয়ারী বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তর করেন। বঙ্গবন্ধু যেখান থেকে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন সেই রেসকোর্স ময়দানে এক অবিস্মরনীয় গণসংর্ধনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে বরণ করে নেয়া হয়। ১২ ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে। ১৬ ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের নতুন সংবিধান কার্যকর হয়। ১৯৭৩ সালের প্রথম সংসদীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। ১৯৭৩ সালের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সন্মেলনে এবং ১৯৭৪ সালের ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেন।

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন হলে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারী দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেন।

১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু জাতির জন্য মানবিক ও উন্নয়নমূলক সহায়তা পেতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ ভ্রমণ করেন। একাত্তরে বাস্তুচ্যুত লক্ষ লক্ষ লোকের পুনর্বাসন, খাদ্য সরবরাহ, স্বাস্থ্য সহায়তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করেন। সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা, স্যানিটেশন, খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, জল এবং বৈদ্যুতিক সরবরাহ সম্প্রসারণের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো এবং কুটির শিল্পে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়। বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র চালানো শুরু করেন। তীব্র দারিদ্র্য, বেকারত্ব সর্বোপরি অরাজকতা এবং সেই সাথে ব্যাপক দুর্নীতি মোকাবেলায় তিনি কঠিন সময় অতিবাহিত করেন।

বিংশ শতাব্দীতে নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে যারা নন্দিত হয়েছেন, বিশ্বনন্দিত নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের অন্যতম। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিরামহীন সংগ্রামে অবদান রাখার জন্য তিনি ১৯৭৪ সালে বিশ্ব শান্তি পরিষদের "জুলিও কুরি" পদকে ভুষিত হন। তার সাহসিকতা ও উদার মানষিকার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন "আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু শেখ শেখ মুজিবকে দেখেছি"

বঙ্গবন্ধুর কঠোর হস্তে দেশ পরিচালনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, চোরাকারবারী বন্ধ হয়, দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে। কিন্তু সে সুখ বেশীদিন স্থায়ী হয় না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে একদল উচ্চাভিলাসি বিশ্বাসঘাতক সেনা কর্মকর্তা শেখ মুজিব এবং তার পরিবারকে সপরিবারে হত্যা করে। এ যেন এক নক্ষত্রের পতন ঘটে। তবে জীবনের শেষ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর আঙুলি হেলনে তাঁর কণ্ঠ হয়তো বলে উঠেছিলো- "দাবায়ে রাখতে পারবা না"।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা এবং শেখ হাসিনা দেশের বাইরে থাকার জন্য বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধু শহীদ হবার পরে দেশে সামরিক আইন জারী হয়। জাতীর জনকের আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারী করা হয়। ১৫ আগষ্ট জাতীর জীবনে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিনটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে বাঙালী জাতি পালন করে।

আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তার শাষন আমলে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করা হয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়নের মাপকাঠিতে বাংলাদেশকে অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার পর থেকে ১৪ বছরের অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম পদ্মা সেতু, নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক শক্তি এবং আর্থিক ও সাংগঠনিক প্রবৃদ্ধির স্থায়িত্ব প্রদর্শন করে।

২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা রেডিও সার্ভিসের এক জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বিবেচিত হন। মুজিব একটি সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন, যে সোনার বাংলার উপমা তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এর কাছ থেকে। শেখ মুজিব সেই সোনার বাংলার স্বপ্নকে ভিত্তি করে দেশের জাতীয় সংগীত নির্বাচন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণত রূপে নিয়ে গেছেন স্বাধীন বাঙালি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাই তিনি ইতিহাসের মহানায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়াটি এরকম বোধ থেকেই উৎসারিত, "যত দিন রবে গঙ্গা পদ্মা গৌরী যমুনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান"

SM Asadullah

Art-worker

Education:

Masters in Fine Arts, Fine Arts Institute, Dhaka University
HND in Fine Arts, University of Arts, London

Solo Exhibition:

2022 Brady arts Centre, London
2021 Cafe Gallery, London

Group Exhibition:

2021 Joynul Gallery, Dhaka University, Bangladesh
2021 Bangladesh High Commission, London
2020 Spitafield Studio, Whitechapel Gallery, London
2020 Simpson Gallery, London
2019 Spitafield Studio, Whitechapel Gallery, London
2018 Brady arts Centre, London
2017 Brady arts Centre, London
2016 Nazrul Centre, London
2016 Rich Mix Centre, London
2015 Toynbee Hall, London

Collection:

Edward Heath Museum, London
Bangladesh High Commission
London Indian High Commission, London
The National Museum of Malaysia
Brady Arts Centre
London Nazrul Centre, London

Personal Details:

Studio: 17 Uplands Park Road Rayleigh, UK. SS6 8AH
Mobile: 0044 7533148893
Email: 123design.com@gmail.com
FB : Asad Art
Web: www.asadart.co.uk

তথ্য সংগ্রহ: জাতির জনক, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, শেখ মুজিব আমার পিতা, ইন্টারনেট।
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, শেখ সালেক, গোলাম মোস্তফা, সুজন চৌধুরী শ্যামল চৌধুরী, শিল্পী কামাল উদ্দিন, চঞ্চল কুমার শীল।